দামুড়হুদায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ’র উদ্বোধন

“খাদ্যের কথা ভাবলে, পুষ্টির কথা ভাবুন” এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে ২৩-২৯ পুষ্টি সপ্তাহের উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, প্রাণী সম্পদ অফিসার ডাঃ মশিউর রহমান, সমাজসেবা অফিসার ছানোয়র হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ মতিন, মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ূব আলী, সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হুসনে মোবারক, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, সাংবাদিক তানজীর ফয়সাল, এম আই মিরাজ প্রমুখ।

পুষ্টি সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় শুভ (১৬) নিহত হয়েছে। নিহত শুভ চিৎলা গ্রামের নতুনপাড়ার টোটন আলীর ছেলে ও দামুড়হুদা পাইলট সরকারি হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার চিৎলা গ্রামের তেঁতুলতলা নামক স্থানে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ উপ-পরিদর্শক বাকী বিল্লাহ জানান, ঘটনার সময় চিৎলা গ্রামের নতুনপাড়ার টোটন আলীর বড় ছেলে শুভ (১৬) ও ছোট ছেলে লিমন (১৪) মাঠ থেকে কৃষিকাজ শেষে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলো। ফেরার পথে চিৎলা গ্রামে তেঁতুলতলা নামক স্থানে পৌঁছুলে একটি বাইসাইকেল চালকে সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তারা দুজন রাস্তার ওপর ছিঁটকে ছিটকে পড়ে।

এসময় বিপরিত দিক থেকে আসা একটি অবৈধ আলমসাধুর চালক, রাস্তায় পড়ে থাকা শুভর শরীরের ওপর দিয়ে সেটা চালিয়ে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। ওই সময় রাস্তার পাশে ছিটকে পড়া লিমন আহত হয়।

স্থানীয়রা শুভকে রক্তাক্ত অবস্থায় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথেই সে মারা যায়। গতকাল আছরের নামাজের পর গ্রাম্য কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার কর্তব্যরত পুলিশ উপ-পরিদর্শক রাজু বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত শুভর পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ থানায় অভিযোগ না করায় লাশ ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফনের জন্য পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

কাজের স্বীকৃতি পেলেন সুভাষ মল্লিক

স্বাধীনতার তীর্থভূমি মেহেরপুরের মুজিবনগর। সুবিশাল একটি আম্রকানন। এই সুবিশাল আম্রকাননটির মালিক ছিলেন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের ভবের পাড়ার জমিদার বৈদ্যনাথ বাবু। বৈদ্যনাথ বাবুর নামানুসারেই যায়গাটির নাম হয়ে যায় বৈদ্যনাথ তলা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার, পাঠ করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। শপথ গ্রহণ এবং ঘোষণাপত্র পাঠের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ একটি বিবৃতি পাঠ করেন এবং বৈদ্যনাথতলার নাম রাখেন মুজিবনগর। সেই থেকে মেহেরপুরের

বৈদ্যনাথতলার নাম হয় মুজিবনগর।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকারপ্রধান হলে মুজিবনগর কমপ্লেক্স নির্মাণকাজে হাত দেন। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে তৎকালীন সেনাশাষক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এর আমলে স্মৃতিসৌধটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে একজন সেবক হিসেবে পুরো স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন সুভাষ মল্লিক। সাদামনের মানুষ সুভাষ মল্লিক কিন্তু পরিচ্ছন্নতাকর্মী নন শুধুমাত্র ভালোবাসা ও ভালোলাগার কারণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পর থেকেই তিনি নিয়মিত এটিকে পরিষ্কার রাখেন।

তিনি মুজিবনগরে আগত পর্যটকদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতিসৌধের সমস্ত স্থাপনা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। যা পর্যটকরা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার তীর্থভূমি মুজিবনগর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিতে পারেন। ভিনদেশী পর্যটকদেরও তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে ইতিহাস বুঝাতে চেষ্টা করেন।

সুভাষ মল্লিক এধরনের একটি মহতী কাজ করছেন বছরে পর বছর। এই কাজটি যেন নেশায় পরিণত হয়েছে তার। অবশেষে দীর্ঘ ২৪ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তার কাজের স্বীকৃতি ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হয়েছে। যেটি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডঃ মনসুর আলম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কে এই সুভাষ মল্লিক?

মুজিবনগর ভবরপাড়া এলাকার মৃত অনিল মল্লিকের ছেলে তিনি। বয়স ৭৬ বছর। ছোট থেকে ভবরপাড়াতেই তার বেড়ে ওঠা। দাদা মুসলিম হলেও বাবার সূত্র ধরে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী তিনি। কৈশর কটেছে ভবরপাড়াতেই। যৌবনে তিনি দীর্ঘদিন এলাকার মিশনে কাজ করতেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি স্মৃতিসৌধের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ২৪টি বছর এই কাজটি করে চলেছেন তিনি।

পরিবারে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে, নাতি আর স্ত্রী আন্না মল্লিককে নিয়ে তাঁর সংসার। স্মৃতিসৌধের পাশেই ভবেরপাড়া গ্রামে বসবাস করেন।
সামান্য একটু জায়গায় পরিবার নিয়ে তার বসবাস। এই জায়গাটির কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অবহেলা ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তিনিসহ পরিবারের সদস্যদের। জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে হাসি ফুটেছে তার মুখে।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

অসহায় দরিদ্র ছিন্নমূল ও পথশিশুদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে এই ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ বলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদও এই রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের উদ্যোগ নিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ইমদাদুল হক সজল চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহিম শেখ ইমরান, মনিরুজ্জামান শুভ, হিমু, আকিব, জাভেদ, রাকিব, সুমন, হাসান, শাফায়েত, শাওন, বিপ, সাইফুল, সালেকিন, সুরুজ, অংকন, রোমেলসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

এই কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ।

মেহেরপুরে এক পশলা বৃষ্টিতে একাধিক দুর্ঘটনা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও আলমপুরে পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে বৃহস্পতিবার ভোর

পর্যন্ত ওই দুটি স্থানে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা এবং আলমপুর সড়কে ইটের ভাটায় মাটি তোলার কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টর থেকে মাটি পড়ে রাস্তার উপরে জমাট হয়ে থাকে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সামান্য বৃষ্টির ফলে ওই সড়ক দুটি পিচ্ছিল হয়ে যায়, এতে আলমপুরে একটি ট্রাক খাদে পড়ে যাওয়া সহ দুই সড়কে একাধিক মোটরসাইকেল, ইজিবাইক উল্টে পড়ে।

এ সময় অনেকেই আহত হন। ইটভাটায় মাটি তোলার কারণে রাস্তায় পড়ে থাকা মাটি বৃষ্টির পানিতে কাদা হয়ে যাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাতে একটি খালি ট্রাক মেহেরপুর থেকে গাংনী যাবার পথে আলমপুর নামক স্থানে পৌছালে রাস্তা পিচ্ছিলরে কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাকটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়, এতে ওই ট্রাকের চালক ও হেলপার আহত হয়। এ নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অসুস্থ হয়ে জরাজীর্ণ ঘরে মানবেতর জীবনযাপন করছে মোয়াজ্জেম সিদ্দিকুর রহমান

মেহেরপুর পৌর শহরের ৪নং ওয়ার্ড নতুন পাড়া/মাঠপাড়া এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন মো.সিদ্দিকুর রহমান (৮০) ও তার অসহায় পরিবার। অস্বচ্ছল পরিবারে স্ত্রী, মেয়ে, নাতি নিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছেন তিনি। সিদ্দিকুর রহমান একই এলাকার মৃত করিম বক্সের ছেলে। অস্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সিদ্দিকুর রহমান প্যারালাইজড গত আট মাস যাবত অসুস্থ হওয়ায় তার পরিবারে নেমে এসেছে অভাবের ঘোর আধাঁর।

মোয়াজ্জেম হোসেন এলাকায় একটি মসজিদে মোয়াজ্জেম হিসেবে ছিলেন। প্রতিমাসে মসজিদ থেকে পাওয়া সামান্য কিছু টাকা দিয়ে স্ত্রী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে ও এক নাতিকে নিয়ে কোন রকমে চলতো সংসার। তিনি এখন প্যারালাইজড হয়ে প্রায় আট মাস বিছানগত। মসজিদ থেকে যা

টাকা পেতেন সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবারের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে জীবন যুদ্ধে কাটছে প্রতিটি প্রহর। ঘরে নেই খাবার। পরিবারে নেই কোন উপার্জনক্ষম মানুষ। নেই চিকিৎসা করার মতো টাকা। বাড়িতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে জরাজীর্ণ ঘরে অতিকষ্টে বসবাস করছেন।

এব্যাপারে সিদ্দিকুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি কান্নাজড়িত কন্ঠে বলেন, আমি অসহায় মানুষ। প্রায় আট মাস যাবৎ প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছি। এর আগে মসজিদে আযান দিতাম। মসজিদ কর্তৃপক্ষ সামান্য কিছু টাকা দিতেন তা দিয়েই কোনরকম সংসার চলতো। অসুস্থ হবার পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সংসারে স্ত্রী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে, নাতিকে নিয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। জরাজীর্ণ ঘর নেই বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা। যেখানে সামান্য বৃষ্টিতেই পানি ঘরে প্রবেশ করে। এ যাবৎ কোন সরকারি সাহায্য সহযোগিতা আমি পাইনি।

আপনাদের কাছে অনুরোধ আমার একটু চিকিৎসা ও ঘরের ব্যবস্থা করে দিতেন। আমি শুনেছি অসহায় ও গরীবের জন্য প্রধানমন্ত্রী মুজিব শতবর্ষে স্থানীয় সাংসদ সদস্যের মাধ্যমে গৃহহীন মানুষকে একটি করে বসত ঘর দিচ্ছেন। আমাকেও যদি একটি ঘর দেওয়া হয় তাহলে আমার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম।

স্থানীয়রা বলেন, সিদ্দিকুর রহমানের পরিবার অত্যন্ত গরীব ও অসহায়। তিনি অসুস্থ হবার পর থেকে পরিবারের সকলে আরও বিপদে পড়েছে।
একটি সরকারী ঘর হলে তাদের আবাসন দূর্দশা দূর হবে। তাই একটি ঘরটি দেয়ার ব্যাপারে স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তিনি বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানান।

দামুড়হুদায় করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল জলিল (৫০) করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। মৃত আব্দুল জলিল হোগলডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে। গতকাল শুক্রবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের করোনা ইউনিটে ভর্তির পরপরই তার মৃত্যু

হয়।

জলিলের পারিবার সুত্রে জানাযায়,বৃহস্পতিবার রাতে তার জ্বর ও সর্দিকাসি দেখা দিলে শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় হয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসক ডাঃ অনিত কুমার বিশ্বাস তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ৪র্থ তালায় করোনা ওয়ার্ডে পাঠায়। এর কিছুক্ষন পর অতিরিক্ত স্বাসকষ্ট শুরু হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সে মারা যায়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ বলেন,সকালে সে করোনার উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থকমপ্লেক্সে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে করোনা ওয়ার্ডে নেওয়ার পর অতিরিক্ত স্বাসকষ্ট শুরুহলে তার মৃত্যু হয়।

হেফাজতের ‘তাণ্ডবের’ সব ঘটনার সঙ্গেই বিএনপি জড়িত: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক দানবের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষক দল হচ্ছে বিএনপি।

তিনি বলেন, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজতের ‘তাণ্ডবের’ সব ঘটনার সঙ্গেই বিএনপি জড়িত ছিল।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার সকালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত অসহায়, কর্মহীন মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এ সব মন্তব্য করেন।

তিনি তার সরকারি বাসভবন থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি মানুষের পাশে থেকে আস্থা অর্জন করা একমাত্র রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, চলমান করোনা সংকটেও সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সারা দেশের অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জনপ্রতিনিধি ও দলের নেতাকর্মীরা শুধু সুরক্ষা সামগ্রী নয়, নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা নিয়েও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

লকডাউনের কারণে যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, সেসব অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষ ও ছিন্নমূল, ভাসমান মানুষদের সহায়তা করার জন্য দলের নেতাকর্মী ও সমাজের সামর্থবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, করোনাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত দুস্থ, অসহায়দের মাঝে নগদ অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রী বিতরণ চলমান রাখতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জীবীকার জন্য খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সারা দেশে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ সেবা দিতে হবে।

ওবায়দুল কাদের এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দলের কর্মী হিসেবে নয়, দেশের কর্মী হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের করোনা ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে পরাজিত করতে সবাইকে ঐকবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সরকার নাকি দেশকে নরকপুরীতে পরিণত করেছে- বিএনপি মহাসচিবের এমন বিবৃতির জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রকৃতপক্ষে সরকার নয়, জনগণ মনে করে বিএনপির উসকানিতে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গত ২৬ মার্চ দেশের বিভিন্ন স্থানে নরকপুরী বানিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মির্জা ফখরুলের উদ্দেশে বলেন, সরকার নয়, আন্দোলনের নামে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিএনপির আগুন সন্ত্রাসই বর্বরতার নামান্তর।

জনগণের ওপর প্রতিশোধ নিতে বিএনপিই এখন বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা ২০০১ সালে নির্বাচনের পর যেমন বর্বরতা চালিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর, তেমনি আওয়ামী

লীগের নেতাকর্মীদের ওপর।

সেতুমন্ত্রী বলেন, জনগণের সহায়তায় সরকার সাম্প্রদায়িক দানবীয় অপশক্তিকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অন্ধকারের অপশক্তির কালো হাত ভেঙে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্ভাবনার সোনালী দিগন্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

রাজধানীর পোস্তগোলায় ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী ও সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির।

রোববার থেকে দোকানপাট ও শপিংমল খোলা

লকডাউনের মধ্যেও মানুষের জীবন-জীবিকার কথা বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী রোববার থেকে দোকানপাট ও শপিংমল খোলা যাবে।

তবে সকাল ১০টায় খুলে বিকাল পাঁচটার মধ্যে বন্ধ করে দিতে হবে। শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখার এক স্মারকে এমন তথ্য জানা গেছে। স্মারকে সই করেছেন উপসচিব রেজাউল করিম।

করোনার সংক্রমণ রোধে সরকারের পক্ষ থেকে দুই দফা সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে সর্বাত্মক লকডাউন ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত আরোপ করা হয়। এতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ মানুষজনের চলাচলের প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

চলমান লকডাউনের কারণে ঈদকেন্দ্রিক ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকানপাট

ও বিপণিবিতান খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন। এমন পরিস্থিতিতে সরকার দোকানপাট ও শপিংমল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি। আমরা মনে করি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অভিভাবক হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্য আমরা কখনো ওনার কাছে আবেদন করে খালি হাতে ফেরত আসিনি।

ব্যবসায়ীদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের চোখে মুখে শুধু বালুচর। আমাদের সব ইনভেস্টমেন্ট এখন নষ্ট হওয়ার পথে। সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করতেছি আগামী রোববার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটা সুসংবাদ পাব, যাতে আমরা সোমবার দোকাপাট খুলতে পারি।

দোকান ও শপিং মল খুলে দেওয়া হলে ব্যবসায়ীরা শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসা করবে বলে মনে করছেন হেলাল উদ্দিন।

মুজিবনগরে তিনশ গ্রাম গাঁজা ও ভ্যানসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজাসহ আব্দুল হালিম (৩৩) ও নাজিম উদ্দিন (৫৫) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে ডিবিএর এস আই মুক্ত রায় চৌধুরী পিপিএম এর নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে এএসআই মোঃ মাহাতাব উদ্দিন ও এএসআই মো: জসিমউদদীন অংশ নেন।

ডিবির এসআই মুক্ত রায় জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানাধীন রামনগর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় তিনশ গ্রাম গাঁজা ও একটি ভ্যানসহ মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মো: আঃ হালিম ও রামনগর গ্রামের সুরমান শেখের ছেলে মোঃ

নাজিম উদ্দীনকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, তাদের বিরুদ্ধে এর আগেও তিনটি মামলা চলমান রয়েছে।